DIGITAL BANGLADESH

Skilled • Equipped • DigitalReady

BPO SUMMIT BANGLADESH 2018

15-16 APRIL 2018

PAN PACIFIC SONARGAON DHAKA

Organized by

ICT DIVISION FUTURE IS HERE | DoICT | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT | BACCO

بسم الله الرحمن الرحيم

PRIME MINISTER
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

02 Boishakh 1425
15 April 2018

Message

I am happy to learn the BPO Summit Bangladesh 2018 is going to be held on 15-16 April in Dhaka. On this occasion. I would like to congratulate all concerned from home and abroad.

Our government has relentlessly been working to turn Bangladesh into a middle income by 2021 and developed one by 2041. The country has recently achieved the eligibility for graduation to developing country from LDC. `Digital Bangladesh' is not a dream anymore but a reality now. Education, healthcare, administrative activities, trade and business, and many other forms of public services and examples of our successful journey towards the Digital Bangladesh.

BPO sector has created employment opportunities for thousands of Bangladeshi youth. As ICT sector has huge potential to contribute to the overall development of Bangladesh, we have taken many initiatives to boost this sector up even further. The two-thirds youth of our population are the most precious resource of Bangladesh, and they will lead us towards a brighter future and carry the flag of Digital Bangladesh to every corner of the globe.

I believe, this event will further facilitate ties at both national and international levels which, in essence, will create more employment opportunities for the Bangladeshi workforce-especially the youth, and will greatly contribute in our economy.

I hope the BPO will play an important role in building a Sonar Bangladesh as dreamt by the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

I wish the BPO Summit Bangladesh 2018 a grand success.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu.
May Bangladesh Live Forever.

Sheikh Hasina

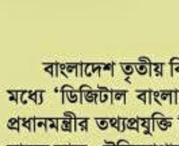

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোস্তাফা জব্বার
মাননীয় মন্ত্রী
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশ তৃতীয় বিপিও সামিট-২০১৮ আয়োজন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর নেতৃত্বে কাজ করে যাচ্ছে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (BACCO)-এর যৌথভাবে আয়োজনে তৃতীয় বিপিও সামিট বাংলাদেশ-২০১৮ সফল হবে বলে আমি আশাবাদী।

শুরুতে ছোট পরিসরে কল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও)-এর যুগে প্রবেশ করে। বিপিও এর বৈশ্বিক বাজার এখন প্রায় ৬০০ বিলিয়ন ডলার। বিপিও শিল্পে তারুণ্যের জয়জয়কার। তরুণদের জন্য বিশাল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিপিও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বয়স ৩০ বছরের নীচে। এই বিশাল তরুণ সমাজের কর্মসংস্থান করা আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) এর মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে শক্তিশালী করতে হবে।

ব্যবসার মৌল অনুষঙ্গের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সমন্বিত করার মাধ্যমে সম্প্রতি বিপিও একটি বৈপ্লবিক রূপ নিয়েছে। আমাদের কর্মক্ষম জনবলের একটি বড় অংশই হলো তরুণ; বিপিও শিল্প তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত এই তরুণদের চাহিদা ব্যাপক। বাংলাদেশের তরুণরা অল্প সময়ের মধ্যেই বিপিও শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠবে। বৈশ্বিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের সামনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা স্বীকৃতিও অর্জন করেছে। চলমান এ ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিপিও খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোকে চিহ্নিত করে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুদক্ষ জনবল তৈরী করতে হবে।

বিপিও খাতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ধরে রেখে বাংলাদেশ শীর্ষস্থান অর্জনের পথে এগিয়ে আসুক– এই প্রত্যাশা নিয়ে আমি 'বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৮' এর সফলতা কামনা করছি।

'বাংলাদেশ চিরজীবী হোক'
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

মোস্তাফা জব্বার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Subir Kishore Choudhury
Secretary, Information and Communication Technology Division
Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology

Message

I am pleased to know that Department of Information and Communication Technology (DoICT) and Bangladesh Association of Call Center & Outsourcing (BACCO) have set to organize the BPO Summit Bangladesh 2018. I whole heartedly thank them for their valuable initiative.

Increased attention and investment in Information and Communication Technology is a must to transform our economy into the digital economy. We can boost up the growth and overall development of our national economy through training and engaging our youth in this sector. Business Process Outsourcing (BPO) is a very promising segment in this regard to utilize our young workforce and to become a BPO giant in the world. BPO services cost 30 percent to 40 percent less in Bangladesh compared to neighboring countries.

BPO is a growing sector worldwide with an industry worth over 600 billion dollar pent up demand. To capture the worldwide BPO industry, Bangladesh has competitive cost advantage over other emerging countries. It has highly talented and trainable youth who can be the driving force in this sector. The government is relentlessly working towards the progress of country's ICT sector. BPO Summit will help achieve its goal. It will also help disseminate the potential side of outsourcing among youth talents.

I wish grand success of the BPO Summit Bangladesh 2018.

Subir Kishore Choudhury

বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৮

ওয়াহিদ শরিফ
সভাপতি, বাক্য

বিপিও মানে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও)। 'বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং' নামটা বিশ্বজুড়ে খুব পরিচিত। আউটসোর্সিং বলতে শুধু কল সেন্টার আউটসোর্সিং নয়। টেলিকমিউনিকেশন, ব্যাংক, বীমা, হাসপাতাল, হোটেলের ব্যাক অফিসের কাজ, এইচআর, আইটি, অ্যাকাউন্ট সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব কাজ আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে করার বিষয়টি সাধারণভাবে 'বিপিও' বলে পরিচিত।

বিশ্বের সবচেয়ে ক্রমবর্ধমান ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে এই বিপিও খাত। আইসিটিতে বর্তমানে বাংলাদেশের যে পরিবর্তনের গল্প, তার উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে বিপিও খাতের। বছরে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন ডলার বিদেশি মুদ্রা আসে আইসিটি খাত থেকে। সরকার আইসিটি সেক্টর থেকে ২০২১ সাল নাগাদ ৫ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, আশা করা যায় তার সিংহ ভাগ অংশই আসবে বিপিও থেকে।

আমাদের দেশে নব্বইয়ের দশকে কল সেন্টার এবং ডাটা এন্ট্রি কাজের মধ্য দিয়ে বিপিওর ধারাটির সূচনা ঘটে। প্রথমে ছোট আকারে শুরু হয়েছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় এখন এটি বেশ বড় আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণাটির পৃষ্ঠপোষকতা করার কারণে এ ব্যাপারে নতুন একটি জাগরণ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে 'বিপিও' একটি নতুন সম্ভাবনার নাম। কারণ বাংলাদেশের বিপিও ব্যবসার প্রবৃদ্ধি বছরে শতকরা ১০০ ভাগের বেশি। বর্তমানে বিশ্বেজুড়ে বিপিওর বাজার ৫০০ বিলিয়ন ডলার। সেখানে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ দখল করতে পেরেছে মাত্র ১৮০ মিলিয়ন ডলার! সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট যে, বিপিও খাতে একটা বিশাল বাজার পড়ে আছে। এখন যদি বাংলাদেশ এই খাতে নজর দেয় তাহলে তৈরি পোশাকশিল্পের পরই বিপিও হবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় খাত।

এখন প্রয়োজন বিপিওকে তরুণ প্রজন্মের কাছে আরও জনপ্রিয় করা। কারণ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানে এই মুহূর্তে প্রোগ্রামারের প্রয়োজন প্রায় ২০ লাখ। আগামী ৫ বছরে ২০ লাখ প্রোগ্রামার কোডার এর প্রয়োজন হবে জাপান, ইউরোপ, আমেরিকাতে। তাদের সেই তরুণ জনগোষ্ঠী নেই, জাপানে ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠী ৫০ এর উর্ধ্বে। ইউরোপ আমারিকাতেও তাদের তরুণ প্রজন্মের সংকট বিরাজ করছে। বাংলাদেশ যদি তার বিপুল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠীকে সঠিক প্রশিক্ষণ দিতে পারে তাহলে আগামী ৫ বছরে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের বাজার আমাদের তরুণরাই নিয়ন্ত্রণ করবে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি লাভ করছে। এদের বিরাট অংশ বিপিও সেক্টরে কাজ করতে পারে। যে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার মানুষের এখানে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এই খাতে যারা কাজ করবেন তাদের মাত্র দুইটি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। প্রথম যোগ্যতা- 'অ্যাবিলিটি টু লার্ন' অর্থাৎ আমি জানি না, জানতে চাই- এই মনোভাব থাকতে হবে। দ্বিতীয় যোগ্যতা- 'কমিউনিকেশন স্কিল' তথা যোগাযোগে দক্ষতা।

২০০৯ সালে দেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতের আয় ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন ডলার। ৬ বছরের মধ্যে এ খাতে আয় ৩০০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে বিপিও সেক্টরে ৪০ হাজার বেশি লোক কাজ করছে। ২০২১ সালের মধ্যে এ খাতে ১ লাখ লোক কাজ করবে। বিপিও খাতে আয় যত বাড়বে দেশ অর্থনৈতিকভাবে ততই এগিয়ে যাবে। তরুণদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন খাতে কাজে লাগাতে হবে। দেশের প্রধান রফতানি পণ্য পোশাক খাতের চেয়ে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আয় কয়েকগুণ বেশি এবং ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী পাশাপাশি বিপিও পেশা হিসেবে নিবে।

সব বয়সীদের এ সেক্টরে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। রয়েছে খন্ডকালীন ও পূর্ণকালীন কাজের সুযোগ। বিপিওতে দুই ধরনের কাজ হয়ে থাকে। একটি হলো ভয়েসের মাধ্যমে, আরেকটি লিখিত কাজ। বর্তমানে বাংলাদেশে ভয়েসের মাধ্যমেই বিপিও বেশি কাজ করা হয়ে থাকে। যারা বিপিওতে ভয়েসের মাধ্যমে কাজ করে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ধরাবাধা কোনো নিয়মের মধ্যে নাই। এখানে অল্প শিক্ষিতরাও কাজ করতে পারে। আর যারা লিখিত বিষয় নিয়ে কাজ করে তাদের শিক্ষিত হলে এগিয়ে যাওয়ার ভালো সুযোগ রয়েছে। দেশের শিক্ষার্থীদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছে বিপিও কী, এখানে কাজের সম্ভাবনা কতটুকু। অনেকেরই ধারনা ছিল বিপিও মানেই কল সেন্টার। এই ভুল ধারনাটি গত বছরের প্রচার প্রচারনার ফলে অনেকটা দূর হয়েছে।

বিপিওতে যারা কাজ করছে তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রতিটা প্রতিষ্ঠানই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের জন্যও যে কেউ নিজেকে প্রস্তুত করতে পারছে। এজন্য এখন যারা বিপিওতে কাজ করছেন তাদের গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। না হলে নতুন কাজ সৃষ্টি হবে না।

বিপিও কাজের ধরন বা কলসেন্টারের ধরন এবং তারা যে সেবা দেয় তার ওপর মূলত নির্ভর করে আবেদনকারীর শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা। কলসেন্টারের বেশির ভাগ কাজই খন্ডকালীন। তবে পাশাপাশি পূর্ণকালীন কাজের জন্যও কলসেন্টারগুলোতে প্রচুর লোকবল নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। আর তাই কলসেন্টারে খন্ডকালীন ও পূর্ণকালীন চাকরির জন্য যোগ্যতাগুলোও আলাদা হয়ে থাকে। খন্ডকালীন চাকরির জন্য আবেদন করতে আবেদনকারীকে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজে অনার্স বা ডিগ্রি পড়ুয়া হতে হবে। পূর্ণকালীন চাকরির জন্য আবেদন করতে আবেদনকারীকে কমপক্ষে স্নাতক হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজের কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আবেদনকারীকে শুদ্ধ করে বাংলা ও ইংরেজিতে কথা বলা, সুন্দর উপস্থাপনা, কম্পিউটার ব্যবহার সম্পর্কে মৌলিক ধারণা থাকা, স্মার্ট, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি বাড়তি যোগ্যতা থাকা জরুরি।

যদি সুনির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনার আওতায় এ নিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে অল্প দিনে বাংলাদেশকে বিপিওর বিশ্ববাজারে আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

A K M Khairul Alam
Director General (Addl. Secretary)
Department of ICT

Message

On behalf of the organizing committee of BPO Summit Bangladesh 2018, I am the Director General of Department of ICT, delightfully welcome you all to this auspicious event. This year BPO Summit Bangladesh is going to be organized by third times. Along with Department of ICT under ICT Division, Government of Bangladesh, our industry partner Bangladesh Association of Call Center & Outsourcing (BACCO) is jointly taken part to make this event into its' grand success.

From the declaration of the election manifesto of the present government in 2008, we are visioning Bangladesh towards becoming a middle income country by 2021. Further we have set a cherished goal of becoming a developed nation by 2041. Due to remarkable and leapfrogging approaches taken by the government for the development of socio-economic status of the country; Bangladesh is lifted its' status from Least Developed Country to a developing nation in this year. It's a clear indication of our digital progress. It can delightfully say that we are not far behind from knowledge economy. Gradually in Bangladesh, instead of labor workers, knowledge workers are increasing day-by-day. At present, Bangladesh is enjoying demographic dividend; youth among them are mostly tech-savvy. They are leading the country towards digital progress by adopting aforementioned knowledge economy.

Business Process Outsourcing (BPO) is one of the best examples of knowledge economy. Mostly our youth part is engaged in this sector. Youth development through ICT enabler will help a lot. To bloom this sector we have some advantages like competitive cost benefit over other emerging countries and it is declared as a thrust sector by the government as well. We believe that like other previous BPO summit in Bangladesh, this BPO Summit will help this sector to streamline a road-map with proper collaborations and policy support to become an industry of 1 billion USD by 2021. Let's put our hands together to achieve our esteem across the world.

Welcome to BPO Summit Bangladesh 2018 and wish all the successes of the Summit.

A K M Khairul Alam

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Sajeeb Wazed
Honorable ICT Advisor to the Honorable Prime Minister
Government of the People's Republic of Bangladesh

Message

I am highly delighted to see that the Department of ICT (DoICT) of ICT Division under the Ministry of Posts, Telecommunications & Information Technology, and Bangladesh Association of Call Center & Outsourcing (BACCO) are organizing the BPO Summit Bangladesh for the third time from 15 to 16 April 2018.

The BPO Summit Bangladesh 2018 is going to be observed after the resounding successes of this summit in the years 2015 and 2016. Both attracted huge crowd and secured business partnerships for our BPO industry, at both national and international level.

We identified that without developing the local market, our global business will not get the proper momentum it needs for achieving true success. In this regard, we are trying our best to develop the local market here in Bangladesh. With this vision, we have set our theme for this BPO summit "Creative Economy Through BPO".

Today, the worldwide BPO market size exceeds USD 500 billion. Our Government is trying harder than ever to penetrate this huge market by developing technologically skilled human resource. For this purpose, Government of Bangladesh is setting up IT training centers across the country, comprised of BPO training in incubation center, which will significantly contribute to our target of earning USD 1 billion as revenue by 2021 through this industry.

Around 65 percent of Bangladesh's population are youth who dream to surpass the limit of the sky. More than 10 thousand computer science graduates are starting their career every year. Besides, Bangladesh has already fulfilled the eligibility requirements to graduate from 'Least Developed Country' to 'Developing Country' status of the UN. If we can employ and engage our youth workforce in the BPO sector and develop their capacity, it will accelerate our economic development even more.

We believe, BPO Summit Bangladesh 2018 will help us all to gather knowledge about the global BPO market and share the knowledge and vast experience among the participants.

Under the leadership of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh is now advancing towards the vision of Digital Bangladesh. I am truly optimistic that Bangladesh has a huge potential to be a leader in the global BPO industry.

Therefore, I wish you all the very best for the BPO Summit Bangladesh 2018.
Joi Bangla, Joi Bangabandhu.
May Bangladesh Live Forever.

Sajeeb Wazed

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Zunaid Ahmed Palak, MP
State Minister for ICT
Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology

Message

The very advent of IT-based Business Process Outsourcing (BPO) has opened a bunch of untapped opportunities for a country like Bangladesh, where the skilled and young talents are in abundance. We have a target to achieve 5 billion export earnings from and 2 million jobs in IT/ ITeS and hardware businesses. I firmly believe that BPO can contribute significantly in attaining such ambitious goals. I'm pretty much delighted to know that Department of ICT (DoICT), in association with Bangladesh Association of Call Center and Outsourcing (BACCO), is going to organize BPO Summit Bangladesh 2018, which is going to be third episode in a row.

Bangladesh has already become lower middle income country as recognized by the World Bank and eligible as a developing country according to the assessment of the United Nations Social and Economic Council (ECOSOC). Now it's time to consolidate our economy with an eye to emerge as a developed nation by 2041 as envisioned by our Prime Minister Sheikh Hasina. By creating a robust BPO industry, we can diversify and bolster our economy. However, BPO itself will undergo massive disruptions. This year we have chosen 'Creative Economy' as the theme for the BPO Summit, because only creative solutions to our problems will rule the global economy in the days to come. Initiatives like bKash, Pathoa are the vivid examples applying creative mind to solve some of the critical problems we are facing every day.

Under the visionary leadership of the 'Architect of Digital Bangladesh' Mr. Sajeeb Wazed, we are exerting out effort to achieve the ICT related goals set in the 'Vision 2021'. With the relentless efforts, public-private partnership and government-industry-academia alliance, we would like to transform our nation into a knowledge economy where Bangladesh would emerge as a gateway to the digital world.

My sincere thanks goes to the DoICT and BACCO for organizing such a splendid summit and providing with the opportunity to share knowledge and moving towards the progress with the country's BPO industry.

I wish this event a grand success.
Joi Bangla, Joi Bangabandhu.
May Bangladesh live forever!

Zunaid Ahmed Palak MP

BACCO Bangladesh Association of Call Center & Outsourcing

Wahidur Rahman Sharif
President
Bangladesh Association of Call Center & Outsourcing (BACCO)

Message

On behalf of the Executive Committee and the member companies of BACCO, I am highly pleased to welcome you all to the BPO Summit Bangladesh 2018. In the two-day summit during 15-16 April, we are going to highlight our success stories so far, and project the outline of our future endeavours.

This is the third time we are going to host this summit. Previous ones were highly successful and they facilitated us in receiving highly positive feedbacks from home and abroad. We have designed this year's summit on basis of the experience and knowledge we gathered previously. We have set 'Creative Economy Through BPO' as our theme this year which encompasses the vision of establishing the 'Digital Bangladesh' we all are dreaming of.

Local and international customers are in need of outsourced services. Bangladesh Association of Call Center & Outsourcing (BACCO) is giving its best effort to grab the market. But to best utilize the potential of this outsourcing business, we need to train our underutilized workforce, especially the youth.

Bangladesh hosted BPO Summits in 2015 and 2016. Both showcased Bangladesh BPO industry to the international market. As the future prospect of BPO is overwhelmingly bright, we are now ready to adopt all possible measures to best utilize the global BPO market of 600 billion dollars. BPO Summit Bangladesh 2018 is another step forward towards this goal.

Because of the patronage of Mr. Sajeeb Wazed, Honorable Advisor of ICT Affairs to the Honorable Prime Minister, we are walking on the right path towards the modern nation we are soon going to be. I thank Mostafa Jabbar, Honorable Minister of the Posts, Telecommunications & Information Technology Ministry, and Zunaid Ahmed Palak, MP, State Minister of ICT Division for their endless support they have always extended to us.

We set a goal of creating employment for 100000 by the year 2021 earlier. Our accomplishment in this regard is considerably well. I believe, the BPO Summit Bangladesh 2018 will facilitate us in achieving this goal even earlier than we thought before.

Wahidur Rahman Sharif

Platinum Sponsor
AUGMEDIX Rehumanizing Healthcare

Gold Sponsor
ADN TELECOM

Silver Sponsor
Agrani Bank Limited | Janata Bank Limited | FLORABANK | Southeast Bank Limited a bank with vision

Network Partner
Fiber@Home

IT Partner
aamra the power of WE

Strategic Partners
BIDA | BANGLADESH HI-TECH PARK AUTHORITY | LICT LEVERAGING ICT FOR GROWTH EMPLOYMENT & GOVERNANCE | a2i | bpc ICT BUSINESS PROMOTION COUNCIL | Export Promotion Bureau Bangladesh | BTRC
BASIS Bangladesh Association of Software & Information Services | বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি Bangladesh Computer Samity | bijf Bangladesh ICT Journalist Forum | bwit BANGLADESH WOMEN IN TECHNOLOGY | CTOforum Bangladesh | e-CAB e-Commerce Association of Bangladesh | ISPAB